মুরগি পালন

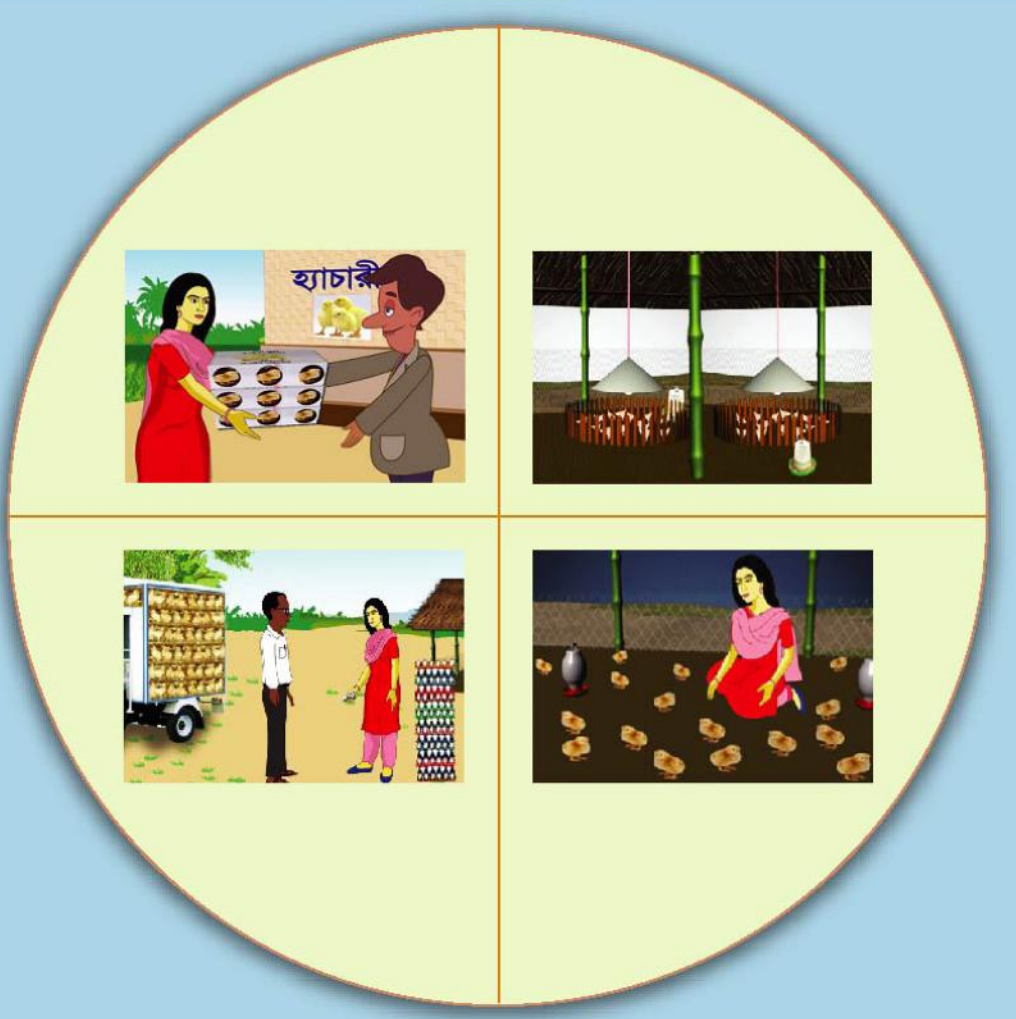

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
কমনওয়েলথ অব লার্নিং

নব্য ও সীমিত সাক্ষরদের জন্য
জীবিকা দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক শিক্ষা উপকরণ

মুরগি পালন

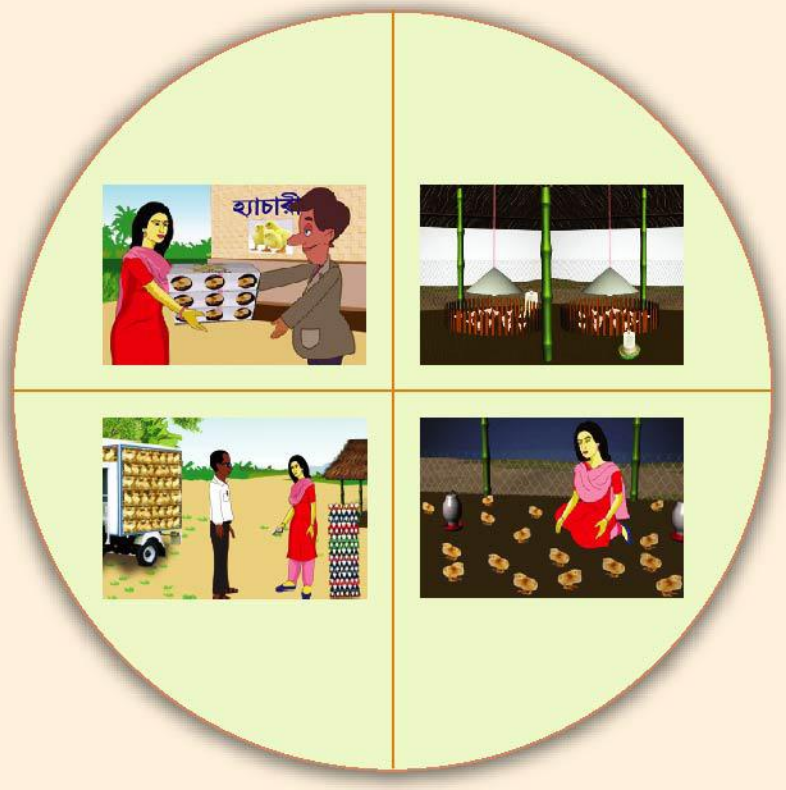

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
কমনওয়েলথ অব লার্নিং

মুরগি পালন

নব্য ও সীমিত সাক্ষরদের জন্য জীবিকা দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক শিক্ষা উপকরণ

প্রকাশক
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি ১৯, সড়ক ১২
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৯

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১২ (৫,০০০ কপি)

সম্পাদনা
শাহনেওয়াজ খান
মোহাম্মদ মহসীন
জহিরুল আলম বাদল

রচনা
ইমরুল ইউসুফ

সহযোগিতা
ডঃ মোঃ আবদুল মোতালিব
অবসর প্রাপ্ত পরিচালক
প্রাণীসম্পদ ও প্রশাসন
প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর
ও
চীফ ভেটিরিনারী অফিসার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

মুদ্রণ
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট,
কাঁটাবন, নীলক্ষেত, ঢাকা-১০০০

Commonwealth of Learning 2012

© Commonwealth of Learning

This publication is made available under a Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Licence (International): http://creativecommons.org/licences/by-sa/3.0

For the avoidance of doubt, by applying this licence the Commonwealth of Learning does not waive any privileages or immunities from claims that it may be entitled to assert, nor does the Commonwealth of Learning submit itself to the jurisdiction, courts, legal processes or laws of any jurisdiction.

Nursery : A Learning material for enhancement of livelihood skills designed for the neo-literates and persons having limited reading skills, developed by Center for International Education and Development (CINED) and published by Dhaka Ahsania Mission with the generous financial upport from Commonwealth of Learning (CLOL).

Ist Edition, December 2012, Number of copies 5,000.

ISBN: 978-984-90186-0-5

ভূমিকা

বাংলাদেশ প্রচুর সম্ভাবনাময় এক দেশ। কিন্তু তারপরও এদেশের অধিকাংশ মানুষকে অভাব, অপুষ্টি, বেকারত্ব, কুসংস্কার এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানা বঞ্চনার মধ্যে বসবাস করতে হচ্ছে। উন্নয়ন কর্মীগণ মনে করেন শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই এই অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব।

এই সম্ভাবনাময় ভাবনা থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তার উন্নয়ন যাত্রার শুরুতেই শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং এর পাশাপাশি মানব সম্পদ তৈরির জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই কর্মকাণ্ডের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী মিশন একের পর এক তৈরি করে চলেছে নানা ধরন ও মাত্রার মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ। বর্তমানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রয়েছে চার শতাধিক টাইটেলের মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ।

এরই ধারাবাহিকতায় ২০০২-২০০৩ সালে উন্নীত হয় দক্ষতা ও আয়বৃদ্ধিমূলক ২১টি বইয়ের একটি সিরিজ। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য উন্নীত হয় আরো ৩টি উপকরণ। সেই অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের 'সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট' (CINED) "কাজ করি জীবন গড়ি" শিরোনামে জীবিকা দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক শিক্ষা উপকরণের আরো একটি সিরিজ উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রাথমিকভাবে এই সিরিজে ৫টি বিষয়ে ৫টি বুকলেট উন্নয়ন করা হয়েছে। এই সিরিজের প্রতিটি বুকলেটের সঙ্গে রয়েছে একটি করে এনিমেশন ভিডিও। এর ফলে বুকলেট ব্যবহারকারীগণ পড়ার পাশাপাশি ভিডিও দেখে কাজটি ভালোভাবে বুঝে আয়ত্ত করতে পারবেন।

এই সিরিজের প্রতিটি বুকলেট পড়ে পড়ুয়ারা কী কী যোগ্যতা অর্জন করবেন, তার একটি তালিকা বইয়ের শেষে দেয়া হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এমন সংস্থাগুলো এই সিরিজের বুকলেট ও এনিমেশন ভিডিওগুলো ব্যবহার করে ইনফরমাল সেক্টরে যোগ্যতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে আমরা মনে করি। পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণে এই সিরিজের উপকরণগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে বলে আমরা আশা করি।

"মুরগি পালন" বুকলেটটি এই সিরিজের অন্যতম একটি বুকলেট। এই সিরিজের অন্য বুকলেটগুলো হলো- ফুল চাষ, কেঁচো সার, বাটিক প্রিন্ট ও নার্সারী। "মুরগি পালন" বুকলেটটিতে সংক্ষিপ্ত ও সহজভাবে মুরগি পালনের পদ্ধতি, বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই সিরিজের বুকলেট ও এনিমেশন ভিডিওগুলোর পরিকল্পনা ও উন্নয়নে সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন CINED-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব শাহনেওয়াজ খান। বুকলেটটি উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সিরিজটি উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার জন্য আমরা কমনওয়েলথ অব লার্নিং (COL)-এর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমরা বিশ্বাস করি এই বুকলেটগুলো পড়ে, এনিমেশন ভিডিওগুলো দেখে এবং তথ্যসমূহ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অগণিত বেকার নারী-পুরুষ ঘরে ঘরে ক্ষুদ্র ব্যবসা গড়ে তুলতে পারবেন। এর মাধ্যমে তাদের জীবনমানের উন্নতি ঘটবে এবং তারা জাতীয় উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে পারবেন। সিরিজের বুকলেট ও এনিমেশন ভিডিওগুলো সম্পর্কে আপনাদের যেকোনো পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

ডিসেম্বর ২০১২

কাজী রফিকুল আলম
সভাপতি
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

মুরগি পালন

হাজার হাজার গ্রাম নিয়ে বাংলাদেশ। এসব গ্রামের প্রায় প্রতিটি ঘরেই মানুষ মুরগি পালন করে। সাধারণত নারীরাই এই কাজটি করে থাকেন। হাঁস-মুরগি এবং ডিম বিক্রির টাকা থেকে তারা সংসারের অনেক খরচ মেটান। এছাড়া মুরগির মাংস আমাদের আমিষ জাতীয় খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে। মুরগির বিষ্ঠা এবং হাঁড়ের গুঁড়া জমিতে সার হিসেবে ব্যবহার হয়। এর পাখনা দিয়ে তৈরি হয় ধুলোবালি ঝাড়ার ঝাড়ন। শুধু তাই নয় মুরগির নাড়ি-ভুঁড়ি মাছের একটি পছন্দের খাবার।

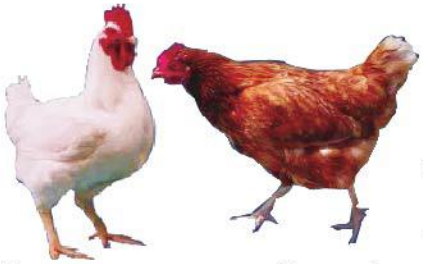

পারিবারিক চাহিদা মেটাতে গ্রামের অনেকেই মুরগি পালন করেন। যা দিয়ে সারা দেশের চাহিদা মেটানো যায় না। তাই এখন গ্রাম এবং শহরের অনেকেই ব্যবসা করার জন্য মুরগির খামার করছেন। এই খামারকে আমরা পোল্ট্রি ফার্ম বলে থাকি। আমরা নিজের বাড়িতে বা বাড়ির আশপাশে এরকম ফার্ম বা খামার গড়ে তুলতে পারি।

মুরগির খামার কেন করব

মুরগির খামার বা পোল্ট্রি ফার্ম করার উপকারিতা অনেক। যেমন-

- কম সময় এবং পরিশ্রমে মুরগি উৎপাদন করা যায়।
- এতে মানুষের দরকারি আমিষ এবং প্রোটিনের চাহিদা মেটে।
- মাত্র দেড় থেকে তিন মাসের মধ্যে আয় উঠে আসে।
- ২৫-৩০ হাজার টাকা হাতে নিয়ে এই ব্যবসা শুরু করা যায়।
- ফার্মে ১০০-১৫০টি মুরগি পালনের জন্য বাড়ির আশপাশে মাত্র ২০ফুট X ১০ফুট জায়গা হলেই চলে।
- মুরগির খামার পরিবারের লোক দিয়েই পরিচালনা করা যায়।
- মুরগির মাংস এবং ডিমের পাশাপাশি মুরগির বিষ্ঠা জৈব সার হিসেবে বিক্রি করা যায়।

সুতরাং আমরা ব্যবসায়িকভাবে মুরগি পালনের কথা ভাবতে পারি।

মুরগির শ্রেণি বিভাগ

মুরগির খামারে মূলত দুই শ্রেণির মুরগি রাখা হয়। যেমন- ব্রয়লার ও লেয়ার। সাধারণত মাংসের জন্য পালন করা হয় ব্রয়লার। আর ডিমের জন্য লেয়ার মুরগি।

মুরগির খামার শুরু করার আগে যা জানা দরকার

মুরগি পালনের আগে কিছু বিষয় অবশ্যই আমাদের জানতে হবে। যেমন- ১. মুরগি পালনে কী কী জিনিস লাগবে ২. মুরগির ঘর তৈরি ৩. বাচ্চা সংগ্রহ ৪. মুরগির খাবার ৫. মুরগির রোগ-বালাই ৬. যত্ন ও ব্যবস্থাপনা। পরবর্তীতে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো।

মুরগি পালন শুরু করার আগে যা যা লাগবে

মুরগি পালন করতে দুই ধরনের উপকরণ বা জিনিসপত্র লাগবে। ১. স্থায়ী উপকরণ ২. চলতি উপকরণ।

১. স্থায়ী উপকরণ

যেসব জিনিস একবার সংগ্রহ করলে কয়েক বছর ব্যবহার করা যায় সেগুলোকে স্থায়ী উপকরণ বলে। এবার আমরা স্থায়ী উপকরণের নাম ও পরিমাণ সম্পর্কে জানব-

স্থায়ী উপকরণের তালিকা

মুরগির ঘর- ১টি

বড় সাইজের চিক ট্রে বা খাবারের পাত্র- ৫টি

ছোট সাইজের চিক ট্রে বা খাবারের পাত্র- ৫টি

পানির বড় পাত্র- ৫টি

পানির ছোটপাত্র- ৫টি

কোদাল- ১টি

লোহার বা তারের জাল- ৬০ ফুট

পলিথিন- ১০ গজ

এসব জিনিসপত্র জেলা ও উপজেলা শহরের হাট-বাজারে পাওয়া যায়। বর্তমান বাজারমূল্য অনুযায়ী স্থায়ী জিনিসের আনুমানিক দাম ১৭,৪০০ টাকা। এর মধ্যে ঘর তৈরির খরচ আনুমানিক ১২,০০০ টাকা।

২. চলতি উপকরণ

কিছু জিনিস আছে যা সবসময় লাগে। যেগুলো শেষ হয়ে গেলে আবার সংগ্রহ করতে হয়। এসব জিনিসগুলোকে চলতি উপকরণ বলে। এখন আমরা চলতি উপকরণের নাম এবং পরিমাণ সম্পর্কে জানব।

চলতি উপকরণের তালিকা

ঝুড়ি- ২টি

ধানের তুষ- ২ বস্তা

কাঠের গুঁড়া- ২ বস্তা

হাত মোজা- ২ জোড়া

১০০ ওয়াটের ইলেট্রিক বাল্ব

ইলেক্ট্রিক তার

রশি- ১ কেজি

এসব জিনিসপত্র জেলা ও উপজেলা শহরের হাট-বাজারে পাওয়া যায়। এগুলোর আনুমানিক দাম ৮০০ টাকা।

মুরগির ঘর তৈরি

মুরগির থাকার জায়গা আরামদায়ক হতে হবে। এজন্য বাড়ির উঠানে বা বাড়ির একপাশে একটি দোচালা ঘর তৈরি করুন। ঘরটি ২০ ফুট লম্বা এবং ১০ ফুট চওড়া হলেই চলবে। ঘরের মেঝে বা পাটাতন মাটি থেকে দেড় বা দুই ফুট উঁচু এবং সমান হতে হবে।

বাঁশ, কাঠের তক্তা, মাটি বা ইটের দেয়াল দিয়ে ঘর তৈরি করা যায়। তবে বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘর তৈরি করাই ভালো। কারণ এতে খরচ অনেক কম হবে। খেয়াল রাখতে হবে মুরগির ঘরটি যাতে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা হয়। ঘরের মুখ হবে দক্ষিণ বা পূর্ব দিকে। এতে ঘরে ভালো মতো রোদ ও বাতাস লাগবে। ঘরটি হবে সাড়ে ৭ থেকে ৮ ফুট উঁচু। ঘর তৈরি শেষে দেড় থেকে তিন ফুট উঁচু মোটা তারের নেট দিয়ে ঘরটি ঘিরে দিন। এতে কুকুর, বিড়াল, বেজি, খাটাশ ও শিয়াল সহজে ঘরের ভিতর ঢুকতে পারবে না। শীত ও বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করুন। প্রতিটি ব্রয়লার মুরগির জন্য ১.২ বর্গফুট এবং লেয়ার মুরগির জন্য ১.৭ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন। ২০০ বর্গফুট জায়গায় ১৫০-১৭০টি ব্রয়লার এবং ১২০-১২৫টি লেয়ার মুরগি পালন করা যায়।

মুরগির ঘরের পাটাতন বা মেঝে তৈরি

শুরুতে ৪/৫ বস্তা ধানের তুষ দিয়ে মেঝে তৈরি করতে হবে। ধানের তুষ ২-৩ ইঞ্চি পুরু করে বিছিয়ে দিন।

এই পদ্ধতির নাম লিটার পদ্ধতি। এতে মুরগির বিষ্ঠা মেঝের সাথে লেগে যাবে না। প্রথম ১০-১৫ দিন শুধু ধানের তুষ দিয়ে মেঝে তৈরি করতে হবে। ১৫ দিনের পর তুষের বদলে কাঠের গুঁড়াও ব্যবহার করা যাবে। মুরগির বিষ্ঠায় লিটার বেশি ভিজে গেলে ২ কেজি চুন ছিটিয়ে লিটার ওলট-পালট করে দিতে হবে। সপ্তাহে ২-৩ বার কোদাল বা বেলচার সাহায্যে লিটার ওলট-পালট করে দিতে হবে। জমাট বাঁধা ও দুর্গন্ধযুক্ত লিটার ফেলে দিতে হবে। পুরাতন লিটারের সাথে নতুন লিটার মিশাতে হবে। ৬/৭ মাস পর পর মুরগির ঘরে নতুন লিটার বিছাতে হবে।

মুরগির বাচ্চা সংগ্রহ

ভালো জাতের মুরগি ছাড়া ব্যবসায় লাভ করা যাবে না। এজন্য ভালো জাতের বাচ্চা সংগ্রহ করতে হবে।

মুরগির বাচ্চা সংগ্রহের ক্ষেত্রে যা করতে হবে-

- মাংসের জন্য ব্রয়লার মুরগির এক দিনের বাচ্চা কিনতে হবে।
- ডিমের জন্য লেয়ার মুরগির এক দিনের বাচ্চা কিনতে হবে।
- ভালো কোম্পানির বাচ্চা কিনতে হবে।
- বাচ্চার টিকা দেয়া আছে কিনা তা জেনে নিতে হবে।

মুরগির খাবার

মুরগি বিভিন্ন ধরনের খাবার খায়। একটি মুরগি প্রতিদিন গড়ে ১০০ গ্রাম খাবার খায়। যার মধ্যে থাকে গম, ভুট্টা, চালের কণা, চালের কুঁড়া, গমের ভুসি, তিলের খৈল, শুঁটকি মাছের গুঁড়া, ঝিনুক ও শামুকের গুঁড়া এবং লবণ। বাজারে এসব মিশ্রিত খাবার কেজি হিসেবে বিক্রি হয়। বাজারে স্টাটার, গ্রোয়ার এবং ফিনিশার এই ৩ ধাপের মুরগির খাবার পাওয়া যায়। তবে প্রশিক্ষণ থাকলে এসব খাবার ঘরেও তৈরি করা যায়। এতে খাবার কেনার খরচ অনেকটা বেঁচে যায়।

মুরগির রোগ-বালাই

মুরগির নানা ধরনের রোগ-বালাই হয়। এসব রোগের মধ্যে রানীক্ষেত, বসন্ত, রক্ত আমাশয়, কলেরা, বার্ড-ফ্লু প্রধান। এসব রোগে আক্রান্ত হলে মুরগি মারা যায়। এজন্য খুব সতর্ক থাকতে হবে। মুরগির রোগ ও রোগের লক্ষণ সম্পর্কে জেনে ব্যবস্থা নিতে হবে। মুরগির রোগ ও রোগের লক্ষণ পরের পৃষ্ঠার ছকে দেখানো হলো।

মুরগির নানা রোগ ও রোগের লক্ষণ

রোগের নাম	রোগের লক্ষণ
রানীক্ষেত	– মুরগি চোখ বুজে মাথা এবং ঘাড় ঘুরিয়ে ঝিমায়। – মুরগি সাদা বা সবুজ রঙের পাতলা পায়খানা করে। সাথে রক্তের দাগ থাকতে পারে। – শ্বাসকষ্ট থাকে। যার জন্য মুরগি মুখ হা করে শ্বাস নেয়। ঘড় ঘড় শব্দ শোনা যায় এবং মুখ দিয়ে লালা পড়ে। – শরীর কাঁপতে থাকে। ডানা ঝুলে যায়। মুরগি বসে বসে ঝিমায়। নাক দিয়ে পানি পড়ে। – খাবার এবং পানি কম খায়।
বসন্ত	– মুরগির গায়ে জ্বর থাকে। – মুখের আশপাশে, ডানার নিচে লাল লাল দাগ দেখা যায়। সেই দাগ আস্তে আস্তে বেড়ে মসুর ডালের মতো হয়। – চোখে ফোসকা বা গুটি হয়। চোখ দিয়ে পানি পড়ে ও চোখের পাতা ফুলে যায়। – শ্বাসনালীতে গুটি উঠে শ্বাসকষ্ট হয়।
কলেরা	– মুরগি সবুজ বা হলুদ রঙের পায়খানা করে। – মুরগির গায়ে জ্বর থাকে। – পাখা বা ডানা ঝুলে যায়। – মুখ দিয়ে লালা ঝরে। – মাথার ঝুঁটি ও কানের লতি নীল রং ধারণ করে।
রক্ত আমাশয় বা ককসিডিওসিস	– পাতলা ও ফেনাযুক্ত পায়খানার সাথে রক্ত দেখা যায়। – মুরগি ঝিমায় এবং মুখ দিয়ে কুকু শব্দ করে। – খাবার ও পানি খাওয়া বন্ধ করে দেয়।
বার্ড-ফ্লু	– কোনো লক্ষণ ছাড়াই হঠাৎ করে মুরগি মারা যায়। ২-৩ দিনের মধ্যে ৯০ থেকে ১০০ ভাগ মুরগি মারা যেতে পারে। তবে কখনো কখনো নিচের লক্ষণগুলো দেখা যেতে পারে- – মুরগির হাঁচি, কাশি ও সর্দি বের হওয়া। – তরল সবুজ রঙের পায়খানা হওয়া। – খাবার কমে যাওয়া। – চোখের পাতা ও মাথা ফুলে ওঠা। – শরীর কাঁপতে থাকা। পাখা ঝুলে যাওয়া এবং মাথা ও ঘাড় বেঁকে যাওয়া।

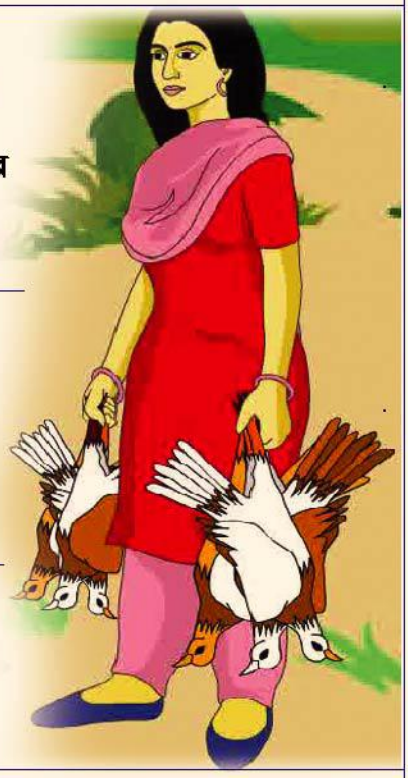

মুরগির এসব লক্ষণ দেখা দিলে সাথে সাথে এলাকার পশু ডাক্তারের সাথে আলাপ করতে হবে। তারপর সে অনুযায়ী অসুস্থ মুরগির চিকিৎসা করতে হবে। মুরগিকে নিয়মিত প্রয়োজনীয় টিকা দিতে হবে। রোগে আক্রান্ত মুরগিকে সাথে সাথে আলাদা করে ফেলতে হবে।

যত্ন ও ব্যবস্থাপনা

- শীতের সময় মুরগি এবং বাচ্চাকে ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করতে হবে। এজন্য ঘরের চারদিকে চট দিয়ে ঘিরে দিতে হবে।
- গরমের সময় মুরগির ঘরে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।
- মুরগিকে পঁচা, বাসি খাবার খাওয়ানো যাবে না।
- পানির পাত্রে সবসময় পরিষ্কার পানি দিতে হবে।
- রোগে আক্রান্ত মুরগিকে কোনো টিকা দেয়া যাবে না।
- ভোরে অথবা সন্ধ্যায় মুরগিকে টিকা দিতে হবে। ১ ঘণ্টার মধ্যেই টিকা দেয়া শেষ করতে হবে।
- মুরগি ঠোকাঠুকি করলে ৬-৮ দিন বয়সেই ঠোঁট কেটে দিতে হবে। ধারালো ছুরি, ব্লেড বা বিশেষ প্লায়ার্স দিয়ে ঠোঁট কাটতে হবে। তবে এ কাজটি দক্ষ লোক দিয়ে করাতে হবে।
- খাবার এবং পানির পাত্র ফিনাইল দিয়ে ধুয়ে মাঝে মধ্যে কড়া রোদে শুকাতে হবে।

সতর্কতা

- মুরগি মারা গেলে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।
- মুরগির ঘরে বাইরের জুতা পরে ঢোকা যাবে না।
- হাত-পা ধুয়ে, মাথার চুল বেঁধে এবং কাপড় বদল করে মুরগির ঘরে ঢুকতে হবে।
- মুরগির ঘর থেকে বের হয়ে সাবান দিয়ে হাত, পা ও মুখ ধুতে হবে।
- ইঁদুরের উৎপাত থেকে রক্ষার জন্য মুরগির ঘরের চারপাশে ওষুধ দিতে হবে।

ব্রয়লার মুরগি পালন

ব্রয়লার হচ্ছে ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ বয়সের নরম মাংসযুক্ত মুরগি। যা মাংসের জন্য পালন করা হয়। এদের শরীর নরম ও মাংসল হয়। হাড় নরম ও চামড়া মসৃণ থাকে। এদের ওজন ৮ সপ্তাহে দেড় কেজি থেকে সাড়ে তিন কেজি পর্যন্ত হয়। মুরগির বাচ্চার বয়স ৩৫ দিন হলেই বিক্রি শুরু করা যায়। এজন্য ব্রয়লার মুরগি পালনের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে।

ব্রয়লার মুরগি পালনের ধাপসমূহ

বাচ্চা সংগ্রহ

জেলা ও উপজেলা শহরের বিভিন্ন ফার্ম থেকে একদিনের বাচ্চা সংগ্রহ করুন। ভালো কোম্পানির একেকটি বাচ্চা ৪০ থেকে ৪৫ টাকা দামে কেনা যাবে। বাচ্চা কেনার পর খুব সাবধানে বাড়িতে নিয়ে আসুন। তারপর মুরগির ঘরে ছেড়ে দিন।

বাচ্চা ব্রুডিং

কৃত্রিমভাবে তাপমাত্রায় রেখে খাবার এবং পানি দেয়ার মাধ্যমে বাচ্চা পালন করাকেই বলা হয় ব্রুডিং। এজন্য মুরগির ফার্ম বা হ্যাচারি থেকে ১ দিনের বাচ্চা আনতে হবে। বাচ্চা আনার পর থেকে শুরু করে ৩-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত ব্রুডিং করতে হবে। ১০০টি মুরগির বাচ্চা ব্রুডিং করার জন্য ঘরের সিলিং এর সাথে ২টি ১০০ পাওয়ারের বাল্ব লাগান।

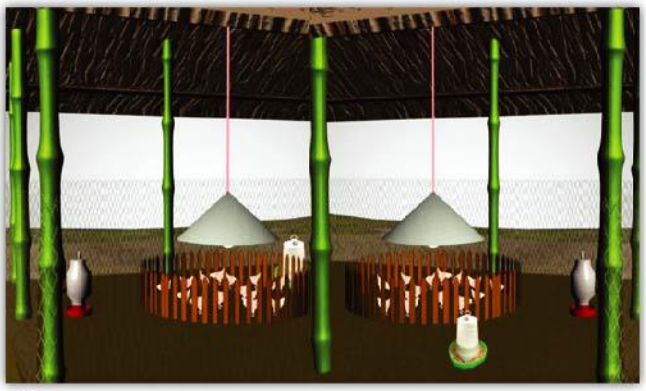

মেঝে থেকে ১ বা দেড় ফুট উঁচুতে হুডের সাথে বাল্ব ঝুলিয়ে দিন। বাচ্চা যাতে তাপযুক্ত এলাকার বাইরে যেতে না পারে সেজন্য রেলিং দিয়ে তা নিশ্চিত করুন। বাচ্চার খাবার ও পানির পাত্র ঘরের বিভিন্ন জায়গায় রাখুন। তবে এগুলো অবশ্যই তাপযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। নিচের নিয়ম অনুযায়ী ব্রয়লার মুরগির বাচ্চা ব্রুডিং করুন। বাচ্চার আচরণ দেখে ব্রুডারের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

ব্রয়লার মুরগির বাচ্চা ব্রুডিং

বাচ্চার বয়স	ঘরের তাপমাত্রা	খাবার ও পানি	লিটার ব্যবস্থাপনা
১-১৩ দিন	৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস	ছোট চিক ট্রের ৩ ভাগের ১ ভাগ এবং ছোট পানির পাত্রের ৩ ভাগের ১ ভাগ পূর্ণ করে ব্রয়লার মুরগির স্টার্টার খাবার দিতে হবে।	ধানের তুষের তৈরি লিটার প্রথম সপ্তাহের পর প্রতিদিন একবার আঁচড়ে দিতে হবে।
১৪ ২০ দিন	৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস	উপরের নিয়মে দিনে ৪/৫ বার বড় চিক ট্রে ও পানির পাত্রে ব্রয়লার মুরগির গ্রোয়ার খাবার দিতে হবে।	
২১-৪৫ দিন	২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস	উপরের নিয়মে দিনে ৪/৫ বার বড় চিক ট্রে ও পানির পাত্রে ব্রয়লার মুরগির ফিনিসার খাবার দিতে হবে।	

ব্রয়লার মুরগি পালনে আলোর ব্যবহার

মুরগি পালনে আলোর ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুরগির বাচ্চাকে কত সময় আলোতে রাখতে হবে তা জানা খুবই জরুরি।

ব্রয়লার মুরগিকে আলোতে রাখার সময়

বয়স	দৈনিক আলোর সময়
১-৩ দিন	২৪ ঘণ্টা
৪-৭ দিন	২৩ ঘণ্টা
৮-১৪ দিন	২০ ঘণ্টা
১৫-২১ দিন	১৬ ঘণ্টা
২৮ দিনের উর্ধ্বে	রাতে অন্ধকার থাকবে

মুরগির খাবার

জন্মের পর ৩৬ ঘণ্টা পর্যন্ত বাচ্চা মুরগির কোনো খাবার লাগে না। তাই প্রথম ২ দিন এদের শুধু বিশুদ্ধ পানি খেতে দিন। প্রয়োজনে পানির সাথে সামান্য গ্লুকোজ মিশিয়ে দেয়া যেতে পারে।

ঘরের মেঝের ৩/৪টি জায়গায় টিনের পাত বা চাটাই বিছিয়ে গুঁড়া স্টার্টার খাবার দিন। বাচ্চার বয়স ৪ থেকে ৬ দিন হলে টিন সরিয়ে ছোট চিক ট্রেতে খাবার দিন। একইভাবে ছোট পানির পাত্রে বিশুদ্ধ পানি দিন। ১০০টি বাচ্চার জন্য ৫টি চিক ট্রে এবং ৫টি পানির পাত্র হলেই চলবে। মুরগির বয়স ১ থেকে ৪৫ দিন পর্যন্ত তালিকা অনুযায়ী খাবার খাওয়াতে হবে। তালিকাটি পরের পৃষ্ঠায় দেখুন।

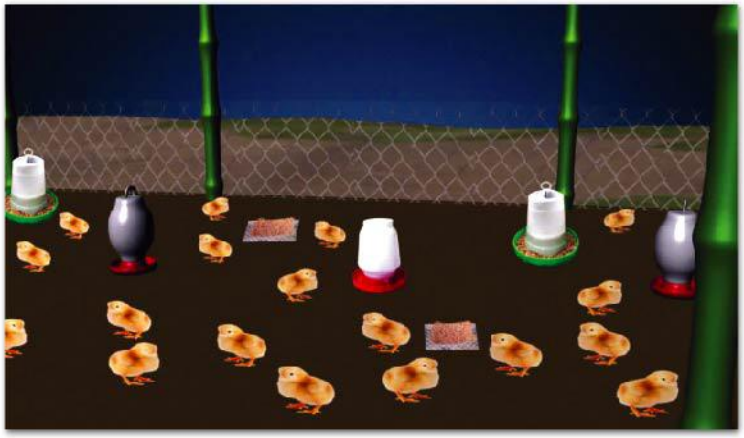

মুরগির খাবারের পরিমাণ

মুরগির বয়স	১ দিনের খাবারের পরিমাণ (গ্রাম)	৭ দিনের খাবারের পরিমাণ (গ্রাম)
১-৭ দিন	২৩ গ্রাম	১৬০ গ্রাম
৮-১৪ দিন	৪৬ গ্রাম	৩২০ গ্রাম
১৫-২১ দিন	৭৪ গ্রাম	৫২০ গ্রাম
২২-২৮ দিন	১২০ গ্রাম	৮৪০ গ্রাম
২৯-৩৫ দিন	১৩১ গ্রাম	৯২০ গ্রাম
৩৫-৪৫ দিন	১৭০ গ্রাম	১১৯০ গ্রাম

মুরগির জাত, পরিবেশ ইত্যাদি কারণে খাদ্যের পরিমাণ কম বেশি হতে পারে। ব্রয়লার মুরগিকে পরিমাণের চেয়ে বেশি খাবার দিলে কোনো সমস্যা হয় না। বরং এরা তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে।

ব্রয়লার মুরগির খাদ্য তৈরির নিয়ম

নিচের নিয়ম মেনে ব্রয়লার মুরগির জন্য নিজেই খাবার তৈরি করতে পারেন।

খাদ্য উপাদান	স্টার্টার খাবার (কেজি)	গ্রোয়ার খাবার (কেজি)	ফিনিসার খাবার (কেজি)
ভুট্টা গুঁড়া	৩৫	৪০	৪২
গম গুঁড়া	১২	১৪	১০
চাউলের কুড়া	১০	১০	১০
সয়াবিন	২৫	২০	২০
শুটকি মাছ	৮	৮	৮
তিলের খৈল	৯	৭	৯
ভিটামিন প্রিমিক্স	০.৩০	০.৩০	০.৩০
এমাইনো এসিড	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫
লবণ	০.৩৫	০.৩৫	০.৩৫
মোট	১০০ কেজি	১০০ কেজি	১০০ কেজি

মুরগির টিকা প্রদান

ব্রয়লার মুরগিকে সুস্থ সবল রাখার জন্য সময়মতো টিকা দিতে হবে। কারণ সময়মতো টিকা না দিলে মুরগি যেকোনো রোগে মারা যেতে পারে। ব্রয়লার মুরগির টিকা দেয়ার নিয়ম নিচে দেখানো হলো।

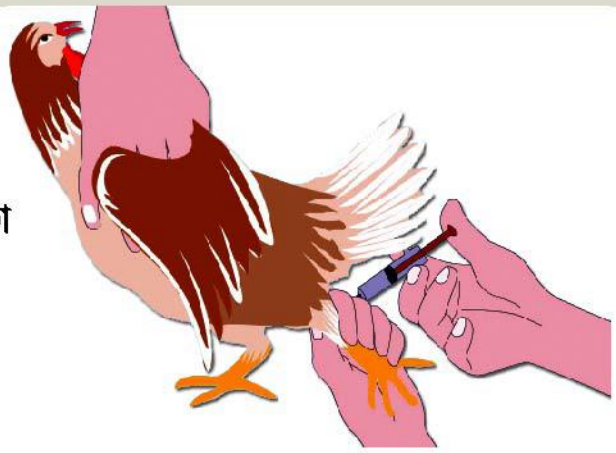

বাচ্চার বয়স	টিকার নাম	দেয়ার পদ্ধতি
৫ দিন	আইবি + এনডি বা রানীক্ষেত	খাওয়ার পানিতে মিশিয়ে, ডান চোখে এক ফোঁটা।
১২ দিন	আইবিডি বা গাম্বুরা	খাওয়ার পানিতে মিশিয়ে, বাম চোখে এক ফোঁটা।
১৭ দিন	আইবিডি বা গাম্বুরা	খাওয়ার পানিতে মিশিয়ে, ডান চোখে এক ফোঁটা।
২১ দিন	আইবি + এনডি বা রানীক্ষেত	খাওয়ার পানিতে মিশিয়ে, বাম চোখে এক ফোঁটা।

প্রত্যেক টিকার শিশির গায়ে টিকা দেয়ার নিয়ম লেখা থাকে। সেই নিয়ম দেখে টিকা দিতে হবে। তবে টিকা দেয়ার আগে অবশ্যই এলাকার পশু ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

মুরগি বিক্রয়

খামারে মুরগি পালনের পাশাপাশি এগুলো বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে। জেলা বা উপজেলা শহরসহ, ছোট বড় বাজার, গ্রাম, পাড়া ও মহল্লায় মুরগির প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এসব জায়গায় মুরগি ঝুড়িতে ভরে সরবরাহ করা যায়। তাছাড়া বেপারীদের কাছেও পাইকারি দরে মুরগি বিক্রয় করা যায়। এতে মুরগি বহন করতে হয় না এবং খরচ বেচে যায়।

ব্রয়লার মুরগি চাষে লাভ

সাধারণভাবে পণ্যের বিক্রয় মূল্য থেকে সব ধরনের খরচ বাদ দিলে লাভের পরিমাণ জানা যায়। ১০০টি ব্রয়লার মুরগি পালন করে দুই মাসে প্রায় ৯,৭২০ টাকা লাভ করা সম্ভব। পরের পৃষ্ঠায় আয়-ব্যয়ের আনুমানিক বিবরণ দেয়া হলো।

স্থায়ী খরচ

আমরা আগেই জেনেছি, খামারে ১০০ মুরগি পালন করতে স্থায়ী উপকরণের আনুমানিক মূল্য ১৭,৪০০ টাকা। শতকরা ২০ ভাগ ক্ষয় ধরে স্থায়ী উপকরণের ২ মাসের খরচ	৫৮০ টাকা

চলতি খরচ

বাচ্চা ক্রয় (৪০ টাকা দরে ১১০টি বাচ্চার মূল্য)	৪,৪০০ টাকা
খাবার ক্রয় (৭,০০০ টাকা হিসেবে ২ মাসের জন্য)	১৪,০০০ টাকা
ওষুধ ক্রয় (১,০০০ টাকা হিসেবে ২ মাসের জন্য)	২,০০০ টাকা
কাঠের গুঁড়া, তুষ ও ভুসি ক্রয়	৮০০ টাকা
মোট চলতি খরচ	২১,২০০ টাকা

মোট খরচ

চলতি খরচ	২১,২০০ টাকা
স্থায়ী খরচ	৫৮০ টাকা
সর্বমোট খরচ	২১,৭৮০ টাকা

লাভ

মুরগি বিক্রয় (১৪০ টাকা দরে ২২৫ কেজি মুরগি)	৩১,৫০০ টাকা
মোট খরচ (স্থায়ী ও চলতি খরচ)	২১,৭৮০ টাকা
ব্রয়লার পালন থেকে ২ মাসের লাভ	৯,৭২০ টাকা

৫০ দিনের মধ্যে সব মুরগি বিক্রয় করে লিটার পরিবর্তন করতে হবে। পুরানো লিটার ব্যবহার উপযোগী থাকলে তাতে চুন মিশিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। ঘরের বেড়া ফিনাইলযুক্ত পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। তৈজসপত্র জীবাণুমুক্ত করে পুনরায় ব্যবহার করতে হবে। ঘরটি কমপক্ষে ১০-১৫ দিন খালি রাখতে হবে।

লেয়ার মুরগি পালন

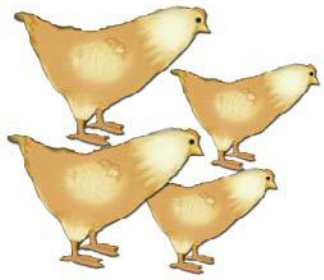

ডিম উৎপাদনের জন্য যে মুরগি পালন করা হয়, তাকে লেয়ার মুরগি বলে। লেয়ার মুরগি ২০ সপ্তাহ বা ৫ মাস বয়স থেকে ডিম পাড়া শুরু করে। এই মুরগি টানা এক বছর বা তারও বেশি সময় ধরে ডিম দেয়। বয়স অনুযায়ী ১ থেকে ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত লেয়ার মুরগির বাচ্চাদের বলা হয় চিক। ৯ থেকে ১৮ সপ্তাহ পর্যন্ত মুরগিকে বলা হয় গ্রোয়ার। ১৯ থেকে ২০ সপ্তাহ পর থেকে ডিম পাড়া শুরু করলে ওই মুরগিকে বলা হয় লেয়ার।

লেয়ার মুরগি পালনের ধাপসমূহ

বাচ্চা সংগ্রহ: ব্রয়লার মুরগির বাচ্চার মতো একই নিয়মে খামার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

বাচ্চা ব্রুডিং: ব্রয়লার মুরগির বাচ্চার মতো একই নিয়মে ২৮ থেকে ৩৫ দিন পর্যন্ত ব্রুডিং করতে হবে।

লেয়ার মুরগি পালনে আলোর ব্যবহার

মুরগির ডিম উৎপাদনের জন্য আলোর ব্যবহার খুবই জরুরি। এজন্য বিভিন্ন বয়সের লেয়ার মুরগিকে কত সময় আলোতে রাখতে হবে, তা জানতে হবে।

বয়স	দৈনিক আলোতে রাখার সময়
১-৩ দিন	২৪ ঘণ্টা
৪-১৪ দিন	২৩ ঘণ্টা
১৫-২২ দিন	২২ ঘণ্টা
৩-৪ সপ্তাহ	১৮ ঘণ্টা
৫-৬ সপ্তাহ	১৫ ঘণ্টা
৬-৭ সপ্তাহ	১২ ঘণ্টা
৮-১৯ সপ্তাহ	রাতে অন্ধকার
১৯-২৩ সপ্তাহ	১৩ ঘণ্টা
২৩-২৭ সপ্তাহ	১৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
২৭ সপ্তাহের উর্ধ্বে	১৬ ঘণ্টা

লেয়ার মুরগির খাবার

লেয়ার মুরগিকে ব্রয়লার মুরগির মতো ৪৫ দিন পর্যন্ত একই নিয়মে খাবার খাওয়ান। প্রথমে স্টার্টার তারপর গ্রোয়ার এবং সবশেষে ফিনিশার খাবার খাওয়ান। এরপর খাবার কিছুটা বাড়ানো যেতে পারে। মুরগির মূল খাবারের সাথে ঝিনুকের গুঁড়া মিশিয়ে দিনে ৪/৫ বার খেতে দিন। মুরগির বয়স ২০ সপ্তাহ হলে ডিম দিতে শুরু করে। ডিম দেয়ার ৪/৫ দিন আগে থেকে খাওয়ার পরিমাণ কমে যায়। তবে ডিম দেয়া শুরু হলে আবার তা বাড়তে থাকে।

লেয়ার মুরগিকে নিচের তালিকা থেকে বেশি পরিমাণ খাবার দেয়া যাবে না। বেশি খাবার দিলে ডিমের পরিমাণ কম হবে। নিচে উল্লেখিত পরিমাণ খাবার ৩ ভাগে ভাগ করে দিনে ৩ বার দিলে ভালো হয়।

বয়স (সপ্তাহ)	মুরগির ওজন	ডিম উৎপাদন	দৈনিক খাদ্য
		(১০০টি মুরগি)	(গ্রাম)
২১ -২২	১ কেজি ২০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি ৬০০ গ্রাম	৩৫টি	৮৫ থেকে ৯৫
২৩ -২৭	১ কেজি ২০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি ৮০০ গ্রাম	৭৫ টি	৯০ থেকে ১০০
২৮ -৩২	১ কেজি ৪০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি ৮০০ গ্রাম	৯৩ টি	৯৩ থেকে ১০৩
৩৩ -৪০	১ কেজি ৪০০ গ্রাম থেকে ২ কেজি	৯২ টি	৯৬ থেকে ১০৪
৪১ -৫০	১ কেজি ৪০০ গ্রাম থেকে ২ কেজি ৫০ গ্রাম	৯০ টি	১০৪ থেকে ১১৬
৫১ -৬০	১ কেজি ৪০০ গ্রাম থেকে ২ কেজি ২০০ গ্রাম	৮৮ টি	১০৪ থেকে ১১৬
৬১ বা এর উর্ধ্বে	১ কেজি ২০০ গ্রাম থেকে ২ কেজি ২০০ গ্রাম	৭৫ টি	১০৪ থেকে ১১৬

লেয়ার মুরগির খাদ্য তৈরির নিয়ম

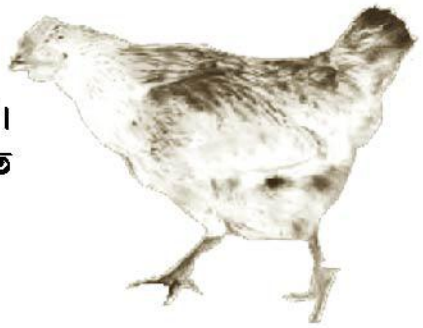

নিচের নিয়ম মেনে লেয়ার মুরগির জন্য নিজেরাই খাবার তৈরি করা যায়। তবে নিজেরা খাদ্য তৈরি করলে স্থানীয় পশু ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

খাদ্যের উপাদান	১-২০ সপ্তাহ (কেজি)	২১-৪০ সপ্তাহ (কেজি)	৪১ সপ্তাহ বা বেশি (কেজি)
ভুট্টা গুঁড়া	৪০	৩৪	৫২
গম গুঁড়া	১০	২০	-
চাউলের কুড়া	১৫	১৫	১৫
সয়াবিন মিল	১৩	১১	৯
তিলের খৈল	৫	-	৫
বউন মিল/ফিস মিল/শুটকি গুঁড়া	৮	৮	৯
ঝিনুকের গুঁড়া	৫	৭	৮
মাছের তেল	২.২৫	৩.২৫	২.২৫
লবণ	০.২৫	০.২৫	০.২৫
এমাইনো এসিড	০.২৫	০.২৫	০.২৫
ভিটামিন প্রিমিক্স	০.২৫	০.২৫	০.২৫
	১০০ কেজি	১০০ কেজি	১০০ কেজি

টিকা দান

মুরগি বা মুরগির বাচ্চাকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন সময়ে টিকা দিতে হবে। এতে মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে এবং মুরগি সুস্থ থাকবে। নিচের ছকে টিকার নাম ও পদ্ধতি দেয়া হলো। এটা একটি ধারণা মাত্র। বিভিন্ন কোম্পানির তৈরি টিকাবীজ ব্যবহারের নিয়ম টিকার সাথে দেয়া থাকে। তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

বয়স	রোগের নাম	টিকার নাম	টিকা দেয়ার পদ্ধতি
১ দিন	মারেক্স	মারেক্স ভ্যাকসিন	ঘাড়ের চামড়ার নিচে ইনজেকশন
২ দিন	গাম্বুরা	গাম্বুরা ভ্যাকসিন	১ চোখে ১ ফোঁটা
৩-৫ দিন	রানীক্ষেত	বিসিআরডিভি	১ চোখে ১ ফোঁটা, ১ নাকে ১ ফোঁটা
৭ দিন	ইনফেকসাস ব্রংকাইটিস	আইবি	১ চোখে ১ ফোঁটা
১০ -১৪ দিন	গাম্বুরা	গাম্বুরা ভ্যাকসিন	১ চোখে ১ ফোঁটা
২১ -২৪ দিন	রানীক্ষেত	বিসিআরডিভি	১ চোখে ১ ফোঁটা, ১ নাকে ১ ফোঁটা
২৪ -২৮ দিন	গাম্বুরা	গাম্বুরা ভ্যাকসিন	১ চোখে ১ ফোঁটা
৩৫ দিন	বসন্ত	ফাউল পক্স ভ্যাকসিন	ঘাড়ের চামড়ার নিচে ইনজেকশন
৬০ দিন	রানীক্ষেত	আরডিভি	মুরগির রানের মাংসে ইনজেকশন
৮০ -৮৫ দিন	কলেরা	ফাউল কলেরা ভ্যাকসিন	মুরগির রানের মাংসে ইনজেকশন
১১০ -১১৫ দিন	কলেরা	ফাউল কলেরা ভ্যাকসিন	মুরগির রানের মাংসে ইনজেকশন
১৩০ -১৩৫ দিন	ইনফেকসাস ব্রংকাইটিস	সমন্বিত টিকা	মুরগির রানের মাংসে ইনজেকশন

টিকা দেয়ার আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। লেয়ার মুরগিকে প্রয়োজনে কৃমির ওষুধ খাওয়াতে হবে।

ডিম উৎপাদন

একটি লেয়ার মুরগি ৩২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ডিম দিয়ে থাকে। ১০০টি মুরগির মধ্যে গড়ে ৮৫ টি মুরগি প্রতিদিন একটি করে ডিম দেয়। তবে যত্ন, পরিবেশ ও খাদ্য গুণে তা আরো বাড়তে পারে। মুরগির বয়স ১৮ মাস হলে এরা আর তেমন ডিম দেয় না। এজন্য ১৮ মাস পর মুরগি বিক্রয় করে খামারে নতুন মুরগি তুলতে হবে।

মুরগির ঘর থেকে ডিম সংগ্রহ

লেয়ার মুরগি দিনে কিংবা রাতের যেকোনো সময় ডিম পাড়তে পারে। শীতের সময় সকাল ১০টা থেকে ১১টা এবং বিকাল ৪টা থেকে সাড়ে ৪টার মধ্যে ডিম সংগ্রহ করুন। আর গরমের সময় সকাল বিকাল ছাড়াও দুপুরে ডিম সংগ্রহ করুন। ডিমে ময়লা লেগে থাকলে পানি দিয়ে ধোয়া যাবে না। কারণ পানি দিয়ে ধোয়া ডিম তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। তাই ডিম মোটা কাপড় বা ব্রাশ দিয়ে মুছে রাখতে হবে। ডিমের খোসা নরম হলে বুঝতে হবে মুরগির ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অভাব হয়েছে। তখন মুরগিকে খাবারের সাথে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস দিতে হবে।

ডিম সংরক্ষণ

ডিমের পচন রোধ করা এবং গুণ ও মান ঠিক রাখাকে ডিম সংরক্ষণ বলা হয়। ডিম গরমকালে ৩ থেকে ৪ দিন এবং শীতকালে ৭ থেকে ১০ দিন এমনিতেই ভালো থাকে। তবে খামারে উৎপাদিত ডিম কোনো কারণে বিক্রি না হলে সংরক্ষণের দরকার হয়। নানাভাবে ডিম সংরক্ষণ করা যায়, যেমন-

- মাটি কিংবা টিনের পাত্রের মধ্যে কাঠের গুঁড়া বা তুষ রেখে তার ওপর ডিম সাজিয়ে রাখা যায়।
- ১ কেজি চুন ২০ কেজি পানিতে মিশিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিতে হবে। এরপর ওপরের পরিষ্কার পানি অন্য পাত্রে ঢেলে তার মধ্যে ডিম ডুবিয়ে রাখতে হবে। এ পদ্ধতিতে ডিম প্রায় ২ মাস ভালো থাকে।
- নারিকেল, সরিষা বা সয়াবিন তেলের মধ্যে ডিম ১ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। এতে ডিমের খোসার ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর ওই ডিম অন্য পাত্রে উঠিয়ে রাখতে হবে। এই পদ্ধতিতে ডিম প্রায় ১ মাস ভালো থাকবে।
- এছাড়াও ফ্রিজে ডিম সংরক্ষণ করা যায়। ফ্রিজের সাধারণ ঠাণ্ডা অংশে ডিমের চিকন অংশটি নিচের দিকে রাখতে হবে। নিয়মিত বিদ্যুৎ থাকলে ডিম ২ মাস পর্যন্ত ভালো থাকবে।

ডিম বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ

বাজারে এখন ডিমের ট্রে পাওয়া যায়। একে এগ-ট্রে বলে। এই ট্রের খাঁচে খাঁচে ডিম সাজাতে হবে। তারপর একই নিয়মে আরেকটি ট্রে সাজিয়ে প্রথম ট্রের ওপর বসিয়ে দিতে হবে। এবার মোটা রশি দিয়ে ৫/৬টি ট্রে একসাথে বাঁধতে হবে। এভাবে স্থানীয় বাজার, হোটেল, রেস্তোরাঁ, পাড়া, মহল্লায় এগ-ট্রে বা ঝুড়িতে ভরে ডিম সরবরাহ করুন। তাছাড়া বেপারীরাও পাইকারি দরে খামার থেকে প্রতিদিন ডিম সংগ্রহ করে। তাদের কাছেও ডিম বিক্রয় করা যায়।

লেয়ার মুরগি পালন থেকে লাভ

এখন আমরা জানব ১০০টি লেয়ার মুরগি পালন করে দেড় বছরে কত টাকা লাভ করা সম্ভব। লেয়ার মুরগির লাভ-লোকসান দেখতে হলে দেড় বছরের হিসাব করতে হবে। কারণ লেয়ার মুরগি ৫ মাস পর ডিম পাড়া শুরু করে। তারপর পরবর্তী ১২-১৩ মাস ডিম দেয়।

সাধারণভাবে পণ্যের বিক্রয় মূল্য থেকে সব ধরনের খরচ বাদ দিলে লাভের পরিমাণ জানা যায়। ১০০টি লেয়ার মুরগি পালন করে দেড় বছরে প্রায় ১,৭১,৬৮০ টাকা লাভ করা সম্ভব। নিচে আয়-ব্যয়ের আনুমানিক বিবরণ দেয়া হলো।

স্থায়ী খরচ

আমরা আগেই জেনেছি, খামারে ১০০ মুরগি পালন করতে স্থায়ী উপকরণের আনুমানিক মূল্য ১৭,৪০০ টাকা। শতকরা ২০ ভাগ ক্ষয় ধরে স্থায়ী উপকরণের ১ বছর ৬ মাসের খরচ	৫,২২০ টাকা

চলতি খরচ

বাচ্চা ক্রয় (৪০ টাকা দরে ১২০টি)	৪,৮০০ টাকা
খাবার ক্রয় (৪,০০০ টাকা হিসেবে ১৮ মাসের জন্য)	৭২,০০০ টাকা
ওষুধ ক্রয় (১,০০০ টাকা হিসেবে ১৮ মাসের জন্য)	১৮,০০০ টাকা
কাঠের গুঁড়া, তুষ ও ভুসি ক্রয়	৮০০ টাকা
মোট চলতি খরচ	৯৫,৬০০ টাকা

মোট খরচ

চলতি খরচ	৯৫,৬০০ টাকা
স্থায়ী খরচ	৫,২২০ টাকা
সর্বমোট খরচ	১,০০,৮২০ টাকা

মোট বিক্রয়

ডিম বিক্রয় (৮ টাকা দরে ৩১,০২৫টি ডিম)	২,৪৮,২০০ টাকা
মুরগি বিক্রয় (১৩৫ টাকা দরে ১৮০ কেজি মুরগি)	২৪,৩০০ টাকা
মোট বিক্রয়	২,৭২,৫০০ টাকা

লাভ

মোট বিক্রয়	২,৭২,৫০০ টাকা
মোট খরচ (স্থায়ী ও চলতি খরচ)	১,০০,৮২০ টাকা
খরচ বাদে লেয়ার মুরগি পালনে দেড় বছরে লাভ	১,৭১,৬৮০ টাকা

শেষ কথা

মুরগি পালন একটি লাভজনক ব্যবসা। এই ব্যবসায় কম পুঁজি খাটিয়ে বেশি লাভ করা যায়। ব্রয়লার মুরগির বেলায় খরচ করা টাকা মাত্র দেড় মাসের মধ্যেই হাতে আসতে শুরু করে। আর লেয়ার মুরগির বেলায় ২১ সপ্তাহ থেকে ডিম বিক্রয়ের টাকা হাতে আসতে শুরু করে। যারা কম পুঁজি খাটিয়ে বেশি লাভ করতে চান, তারা ব্রয়লার অথবা লেয়ার মুরগির ফার্ম গড়ে তুলতে পারেন। প্রথমে ১০০টি মুরগি দিয়েই শুরু করুন। পরে খামারে মুরগির সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ান। কারণ ফার্ম যত বড় হবে, গড় খরচ তত কমে যাবে। সেই সাথে লাভও বেশি হবে। এই ব্যবসা লাভজনক হওয়ায় এখন দেশের লাখ লাখ মানুষ এই ব্যবসার সাথে যুক্ত হয়েছেন।

মুরগির খামার পরিচালনা করতে হলে কিছু দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এজন্য এ ব্যবসা শুরু করার আগে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেয়া দরকার। অথবা অন্য খামারিদের কাছ থেকে হাতে-কলমে শিক্ষা নিয়ে কাজ শুরু করা উচিত। মুরগির খামারে নানা ধরনের রোগ-বালাই দেখা দেয়। তাই আমাদের সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। মুরগিকে রোগ-বালাই থেকে রক্ষার জন্য সবসময় এলাকার পশু ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।

অর্জনযোগ্য যোগ্যতাসমূহ

এই বইটি পাঠ শেষে পাঠকগণ-

১. ক্ষুদ্র ব্যবসা হিসেবে মুরগি পালনের সুবিধাসমূহ বলতে পারবেন;

২. মুরগি পালনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের নাম, পরিমাণ ও সম্ভাব্য দাম বলতে পারবেন;

৩. ব্যবসায়িক ভিত্তিতে যেসব জাতের মুরগি পালন করা হয়, তার নাম বলতে পারবেন;

৪. মুরগির ঘর তৈরির কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

৫. মুরগি পালনের জন্য লিটার তৈরির কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;

৬. মুরগির বাচ্চা নির্বাচন এবং বাচ্চা সংগ্রহের কৌশল ব্যাখা করতে পারবেন;

৭. মুরগির বিভিন্ন ধরনের খাবার ও কোন জাতের মুরগির জন্য কোন বয়সে কতটুকু খাবার দিতে হয়, তা বলতে পারবেন;

৮. মুরগির বিভিন্ন ধরনের রোগ ও তার লক্ষণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

৯. মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকার টিকার নাম ও তা প্রয়োগের কৌশল বলতে পারবেন;

১০. মুরগির পরিচর্যা বা যত্নের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

১১. মুরগি পালনে কী কী সাবধানতা গ্রহণ করতে হয়, তা বলতে পারবেন;

১২. ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগির বাচ্চাকে কোন বয়সে কত সময় আলোতে রাখতে হবে, তা বলতে পারবেন;

১৩. ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগির খাদ্য তৈরির নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

১৪. ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগি বিক্রয় ও বাজারজাত করার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;

১৫. ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগি পালনের আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুরগি পালন বিষয়ক এনিমেশন ভিডিওটি দেখার মাধ্যমে পাঠকগণ উপরে বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ অধিক দক্ষতার সাথে আয়ত্ত করতে সক্ষম হবেন।

নব্য ও সীমিত সাক্ষদের জন্য
জীবিকা দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক শিক্ষা উপকরণ